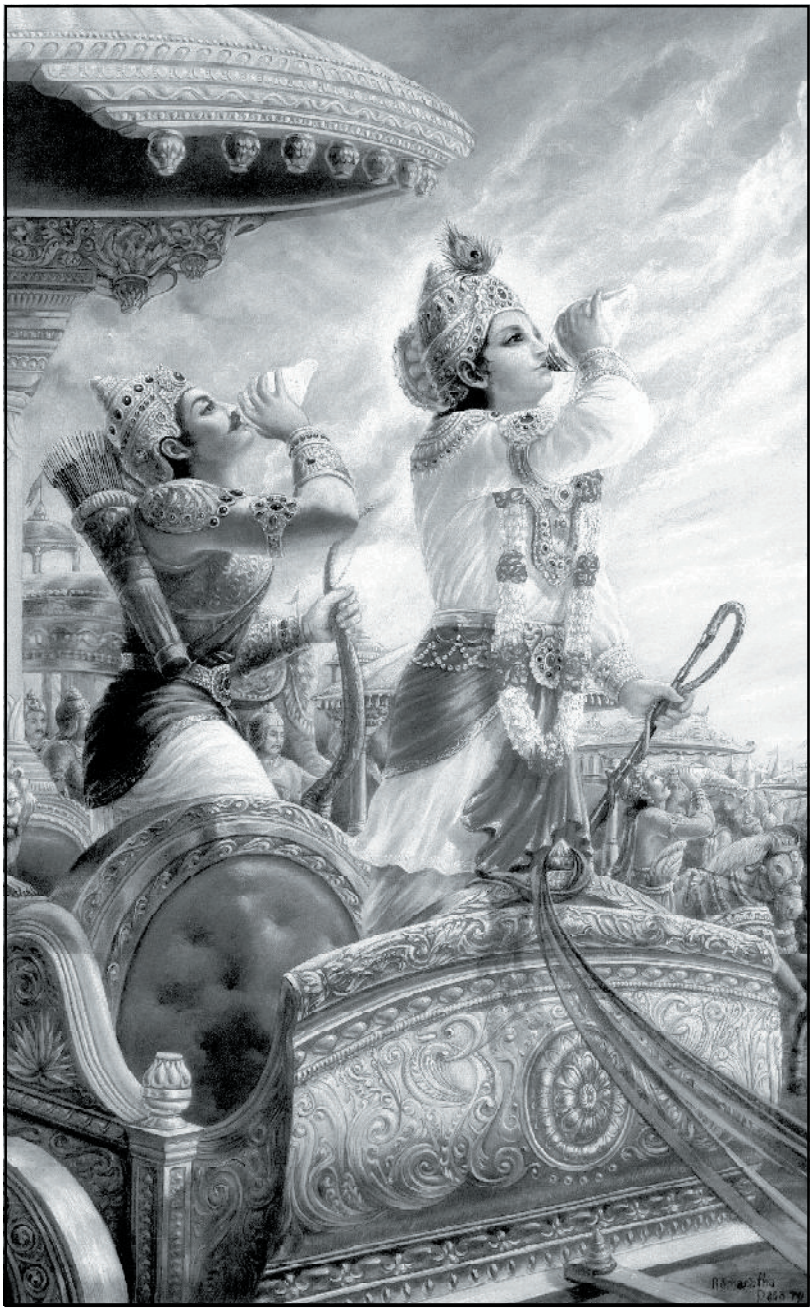

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষাদ-যোগ ১৭

রণাঙ্গন ঃ বীর যোদ্ধাগণের শঙ্খধ্বনি ১৮

সেনা পরিদর্শনে অর্জুনের বিষাদ ২১

যুদ্ধের পরিণতি ভেবে অর্জুনের অস্ত্রত্যাগ ২৩

প্রথম অধ্যায়

বিষাদ-যোগ

সংক্ষিপ্তসার

কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষ যুদ্ধার্থে উপস্থিত হয়েছে। অর্জুন একটি দিব্য রথে তাঁর সখা ও সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রণক্ষেত্রে উভয় সেনাদলের মধ্যে উপস্থিত হলেন। তিনি যুদ্ধে অভিলাষী সমস্ত আত্মীয় পরিজনদের দেখলেন। এরা সব যুদ্ধে ভয়ংকরভাবে নিহত হতে চলেছে—এই কথা ভেবে অর্জুন অত্যন্ত বিমর্ষ, বিষাদ গ্রস্ত হলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন যে, তিনি আর যুদ্ধ করবেন না, এবং ধনুর্বাণ ত্যাগ করে তখন তিনি গভীরভাবে শোকমগ্ন হয়ে রথে উপবেশন করলেন।

● রণাঙ্গন ঃ বীর যোদ্ধাগণের শঙ্খধ্বনি

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের মহাশক্তিধর সেনানীবর্গ এখানে যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছেন। উভয় পক্ষ সেনাব্যূহ রচনা করে মুখোমুখি অপেক্ষমান। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধ।

শ্লোক ১

জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দান করছেন সঞ্জয়। তিনি সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হয়ে আমার ও পাণ্ডুর পুত্রগণ তারপর কি করল?"

বিশ্লেষণ

সুপ্রাচীন বৈদিক সভ্যতার সময় থেকেই কুরুক্ষেত্র হচ্ছে পরম পুণ্যভূমি এবং তীর্থস্থান। কুরুক্ষেত্রকে এখানে ধর্মক্ষেত্র বলা হয়েছে; অর্থাৎ এই ধর্মভূমিতে অবশেষে ধর্মেরই জয় অবশ্যম্ভাবী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতার পরম পবিত্র তত্ত্বদর্শন এই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনেই অর্জুনকে দান করেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ; তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা শোনাবার জন্য মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁর শিষ্য সঞ্জয়কে নিযুক্ত করেন। ব্যাসদেবের আশীর্বাদে সঞ্জয় দিব্য চক্ষু লাভ করেন। তিনি প্রাসাদে বসেই কুরুক্ষেত্রের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে স্বয়ং উপস্থিত। তিনি অচিরেই ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর দুরাচারী পুত্রদের ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের ঠিক একটি ধানক্ষেত থেকে আগাছা তুলে ফেলার মতো সমূলে ধ্বংস করে ধর্মনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ শাসকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছেন।

শ্লোক ২-১৫

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে শুরু করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা দুর্যোধন পাণ্ডবদের সৈন্যসজ্জা দর্শন করলেন। তারপর তিনি অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে তাঁকে পাণ্ডবপক্ষীয় বীর সেনানীগণের পরিচয় দিলেন — যাদের মধ্যে রয়েছেন ভীম, অর্জুন, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, কুন্তিভোজের মতো মহাযোদ্ধা। তারপর দুর্যোধন অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে নিজ পক্ষ অবলম্বনকারী রথী-মহারথীগণের বর্ণনা দিলেন — যাদের মধ্যে

শব্দার্থ ঃ অচিরেই — শীঘ্রই; হর্ষ — আনন্দ; বিষাদ — দুঃখ, মর্মব্যথা।

রয়েছেন ভীষ্ম, কর্ণ, বিকর্ণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীর যোদ্ধাগণ। নিজেদের অমিত শক্তিশালী বিপুল সেনাবল দর্শন করে দুর্যোধন গর্বিত হলেন। তিনি পিতামহ ভীষ্মকে সাহায্য করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানালেন।

তখন কুরুবংশের বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনের হর্ষ উৎপাদনের জন্য সিংহের গর্জনের মতো অতি উচ্চনাদে তাঁর শঙ্খধ্বনি করলেন। তারপর শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক প্রভৃতি হঠাৎ একত্রে ধ্বনিত হয়ে এক তুমুল শব্দের সৃষ্টি হল।

অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এক দিব্য রথে আরোহণ করে রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই রথের অশ্বগুলি ছিল শ্বেতবর্ণের। তাঁরা তখন তাঁদের দিব্য শঙ্খ নিনাদ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাজালেন তাঁর পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, অর্জুন বাজালেন দেবদত্ত নামক শঙ্খ। বিপুল ভোজনপ্রিয় ভীমকর্মা ভীমসেন বাজালেন পৌণ্ড্র নামক ভয়ংকর শঙ্খ।

বিশ্লেষণ

এখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্খকে দিব্য বলা হয়েছে, কিন্তু ভীষ্মের শঙ্খকে তা বলা হয়নি। এই দিব্য শঙ্খধ্বনি সরবে ঘোষণা করল যে, কুরুপক্ষের যুদ্ধজয়ের কোনই আশা নেই। কারণ যেখানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত থাকেন, বিজয় ও সৌভাগ্যলক্ষ্মী সর্বদাই তাঁর সঙ্গে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ এখন তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনের রথের সারথি হয়েছেন। তাই তাঁর দিব্য শঙ্খধ্বনি ঘোষণা করল যে, অর্জুনের জন্যই অপেক্ষা করছে সৌভাগ্য ও মহাবিজয়।

শ্লোক ১৬-২০

এরপর কুন্তীপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির বাজালেন অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ, নকুল বাজালেন সুঘোষ এবং সহদেব বাজালেন মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ। তারপর পাণ্ডবপক্ষের অন্যান্য সমরনায়ক বীরগণ তাঁদের নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন। এই সব শঙ্খনাদের প্রচণ্ড শব্দে আকাশ যেন বিদীর্ণ হল, পৃথিবী প্রকম্পিত হল। তা শুনে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হৃদয় প্রবল ত্রাসে চূর্ণ-বিচূর্ণ হল।

সেই সময় পাণ্ডুপুত্র অর্জুন তাঁর ধনুক তুলে নিলেন এবং শর যোজনার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর দিব্য রথের চূড়ায় শোভা পাচ্ছিল হনুমান চিহ্নিত বিজয়ধ্বজ। তাঁর সারথি ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ সখা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

বিশ্লেষণ

যুদ্ধের শুরুতেই পাণ্ডবদের শঙ্খনাদে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের অন্তর প্রবল আতঙ্কে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। কারণ পাণ্ডবপক্ষে উপস্থিত ছিলেন অজিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। অর্জুনের রথশীর্ষে উড়ছিল হনুমান চিহ্নিত পতাকা। এই পতাকাও আসন্ন শুভ বিজয়ের দ্যোতক। হনুমান হচ্ছেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যসেবক; আর রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্র ও হনুমান বিজয় লাভ করেছিলেন। এখানে কুরুক্ষেত্রেও শ্রীরামচন্দ্র এবং হনুমান অর্জুনকে সাহায্য করতে উপস্থিত রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র অভিন্ন, আর নিত্যসেবক হনুমান সর্বদাই শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে থাকেন।

শ্লোক ২১-২৩

তখন অর্জুন তাঁর রথে সারথিরূপে উপবিষ্ট তাঁর সখা ভগবান হৃষীকেশকে বললেন, "হে অচ্যুত! তুমি উভয় পক্ষের সেনানীগণের মধ্যে আমার রথ নিয়ে চল। আমি দেখতে চাই ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্রদের সাহায্য করার জন্য যুদ্ধ করার অভিলাষী হয়ে কারা এখানে সমবেত হয়েছে, এবং কাদের সঙ্গে আমার সংগ্রাম করতে হবে, তা আমি দেখতে ইচ্ছা করি।"

বিশ্লেষণ

ভগবান অত্যন্ত কৃপাময়, ভক্তবৎসল। ভক্তের যেমন অভিলাষ সর্বদাই ভগবানের সেবা করা, তাঁর আনন্দবিধান করা, তেমনই ভগবানও ভক্তের পরিচর্যা করে অপরিসীম আনন্দ লাভ করেন। ভগবান ও ভক্তের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। ভগবান সমস্ত লোকের মহেশ্বর, সকলের নিয়ন্তা ও প্রভু। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, তাঁর ঊর্ধ্বে কেউ নেই। তবু ভক্তের ভক্তির বন্ধনে তিনি আবদ্ধ হন। ভক্তের পরিচর্যা করার সুযোগ পেয়ে তিনি মহা আনন্দ লাভ করেন। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রিয় সখারূপে তাঁর সারথি হয়েছেন এবং কৃপাপূর্বক অর্জুনের অভিলাষ পুরণ করছেন।

শব্দার্থ ঃ হর্ষ—আনন্দ; **ভেরী, পণব, আনক**—ঢাকের মতো বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র; **দিব্য**—অলৌকিক; অপ্রাকৃত।

সমর—যুদ্ধ, রণ; **ত্রাস**—ভয়; **ধ্বজ**—পতাকা; **দ্যোতক**—বোধক, সূচক; **অভিন্ন**—এক।

অপরিসীম—সীমাহীন; **পরিচর্যা**—সেবা, রক্ষণাবেক্ষণ; **নিয়ন্তা**—নিয়ন্ত্রণকারী, পরিচালক; **কৃপা**—করুণা, দয়া।

● সেনা পরিদর্শনে অর্জুনের বিষাদ

শ্লোক ২৪-৩১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনের ইচ্ছানুসারে উভয় সেনাদলের মধ্যে সেই উত্তম রথটি রাখলেন। তারপর বললেন, "হে পার্থ! যুদ্ধার্থে সমবেত সকল কৌরব যোদ্ধাগণকে দেখ।"

অর্জুন তখন উপস্থিত সেনা-সমাবেশের দিকে তাকালেন। তিনি দেখলেন যে, উভয় পক্ষের মধ্যেই রয়েছেন তাঁর আত্মীয় পরিজন — তাঁর পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, শ্বশুর, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি প্রিয়জন ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত এই সব প্রিয়জনদের দেখে অর্জুন অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হলেন।

দুঃখিত অন্তরে বীর অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "হে কৃষ্ণ! মহাসমরের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত এই সব বন্ধুবান্ধব ও স্বজনবর্গকে আমার সামনে দেখে, আমার হৃদয় গভীর দুঃখে ভারাক্রান্ত ও চিত্ত বিচলিত হচ্ছে। আমার মুখ শুষ্ক হয়ে উঠছে, অঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ছে, দেহ কম্পিত হচ্ছে এবং আমার হাত থেকে গাণ্ডীব-ধনু খসে পড়ছে।"

অত্যন্ত বিচলিত চিত্তে অর্জুন আরও বললেন, "হে কেশব! এই সব প্রিয়জন ও আত্মীয়দেরকে নিধন করে কি মঙ্গল হবে? এদের বধ করে আমি যুদ্ধে জয়ী হতে চাই না, রাজ্যসুখও ভোগ করতে চাই না।"

বিশ্লেষণ

যিনি ভগবানের ভক্ত, তিনি সমস্ত দেবদুর্লভ গুণাবলী লাভ করেন। কিন্তু যে অভক্ত, তাকে জাগতিক বিচারে অনেক বুদ্ধিমান, যশস্বী, উন্নত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার কোন মহৎ গুণ নেই।

অর্জুন হচ্ছেন মহান ভগবদ্ভক্ত। তাই যে কৌরবরা পাণ্ডব-ভ্রাতাদের আজীবন দুঃখকষ্ট এবং লাঞ্ছনা দিয়েছেন, তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন, তাদেরই মৃত্যুর কথা ভেবে অর্জুনের অন্তর করুণা ও শোকে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ভক্তের হৃদয় স্বভাবতই কোমল। তাই অর্জুন যে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছেন, সেটি তাঁর দুর্বলতা নয়, তাঁর অন্তরের ভক্তসুলভ কোমলতারই প্রকাশ।

শব্দার্থ ঃ মহাসমর — মহাসংগ্রাম, মহাযুদ্ধ; **স্বজনবর্গ** — আত্মীয় পরিজনগণ; **গাণ্ডীব** — অর্জুনের ধনুকের নাম; **দেবদুর্লভ** — দেবগণেরও দুর্লভ।

শ্লোক ৩২-৩৫

অর্জুন তাঁর আজন্ম-পরিচিত স্বজনবর্গকে যুদ্ধার্থে উপস্থিত দেখে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শোকাকুল কণ্ঠে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে গোবিন্দ! যাদের জন্য রাজ্যসুখের অভিলাষ হয়, সেই সব প্রিয় আত্মীয়স্বজন ধন-প্রাণের আশা ত্যাগ করে এখানে যুদ্ধ করতে এসেছে। হে মধুসূদন! বরং এরাই আমাকে বধ করুক, তবু আমি এদের নিধন করতে চাই না। হে জনার্দন! এমন কি ত্রিভুবনের বিনিময়েও আমি এই যুদ্ধে লিপ্ত হব না।"

বিশ্লেষণ

অর্জুন এখানে শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দ নামে সম্বোধন করেছেন। *গো* শব্দে গরু ও ইন্দ্রিয়সমূহ বোঝায়। *গোবিন্দ* নামের অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয় ও গো-গণের প্রভু। আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার চেষ্টা করি, কিন্তু তবুও আমরা সর্বক্ষণ অতৃপ্ত। আর আমরা যদি ইন্দ্রিয়ের প্রভু গোবিন্দের ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্ত করার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতই তৃপ্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ এই ভয়াবহ যুদ্ধ এড়ানোর জন্য দৌত্যকার্য করেছিলেন। কিন্তু দুর্বুদ্ধি-বিশিষ্ট দুর্যোধন ও তাঁর ভাইয়েরা কোন সদুপদেশ মানতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে এই সব অত্যাচারী দুরাত্মাদের বিনাশ ছিল অবশ্যম্ভাবী।

ভগবান ক্ষমাশীল। কেউ ভগবানের শ্রীচরণে অপরাধ করলে তিনি তা ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু তাঁর ভক্তের প্রতি কোন অন্যায় তিনি সহ্য করেন না। তাই কুরুগণের বিনাশ ছিল ভগবানের অভিলাষ। ভক্তের কর্তব্য ভগবানের অভিলাষ পুরণ করা। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে, ভগবানের ইচ্ছাতে তারা পূর্বেই নিহত হয়েছিল। অর্জুন ছিলেন কেবল উপলক্ষ্য মাত্র।

শব্দার্থ ঃ গোবিন্দ — ইন্দ্রিয়সমূহ এবং গো-গণের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ; **মধুসূদন** — 'মধু' নামক দৈত্যের নিধনকারী শ্রীকৃষ্ণ; **জনার্দন** — শ্রীকৃষ্ণ; **দৌত্যকার্য** — দূতের কাজ; **ইন্দ্রিয়** — দেহের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক), পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় (বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) এবং মন, বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি অন্তরেন্দ্রিয়।

● যুদ্ধের পরিণতি ভেবে অর্জুনের অস্ত্রত্যাগ

শ্লোক ৩৬-৪৩

অর্জুন আরও বললেন, "হে মাধব! এরা আততায়ী হলেও আমাদের স্বজন, আত্মীয়। এদের সংহার করলে মহাপাপ হবে। হে জনার্দন! এরা রাজ্যের লোভে অত্যন্ত আচ্ছন্ন। তাই এরা বুঝতে পারছে না যে, এই ভয়াবহ যুদ্ধের পরিণামে পরিবারের সকল বীরপুরুষগণ নিহত হবে। এইভাবে কুলক্ষয়ের ফলে পরিবার হতে সমস্ত মঙ্গলজনক বিধি-বিধান লোপ পায়। নিয়ন্ত্রণের অভাবে স্ত্রীগণ অসৎ চরিত্রা হয়ে ওঠে, আর সৃষ্টি হয় অবাঞ্ছিত বর্ণসংকর সন্তান। এইরকম সন্তানের সংখ্যাধিক্য হলে, তাদের কুকর্মের ফলে বংশের কল্যাণ ধর্ম উৎসন্নে যায়। বংশে পিণ্ডদান ও তর্পণক্রিয়া লোপ পায়, ফলে পিতৃপুরুষেরা নরকে অধঃপতিত হয়। এইভাবে কুল ও কুলঘাতকেরা নরকগামী হয়। বিনষ্ট হয় শাশ্বত জাতিধর্ম ও কুলধর্ম।"

বিশ্লেষণ

বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থায় বর্ণাশ্রম প্রথা রয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র — এই চারটি বর্ণ (জাতিভিত্তিক নয়), এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস — এই চারটি আশ্রম। সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সকল সদস্যদের জন্য পারমার্থিক উন্নতির পথ করে দেওয়া, এবং সকলের জীবনের পরম লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগম করা।

সমাজের সমস্ত বিধি-বিধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের মূল লক্ষ্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হওয়া ও আত্ম-উপলব্ধি লাভ করা। কিন্তু সমাজ যদি অজ্ঞ ও দায়িত্বজ্ঞানশূন্য নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সনাতন ধর্ম যথার্থভাবে আচরিত না হয়, তা হলে সমগ্র সমাজ নানা রকম বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। মানুষ ক্রমশ তাদের চরম লক্ষ্য ভগবান বিষ্ণুকে ভুলতে থাকে। এইভাবে অন্ধ নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ ক্রমশ জড় জগতের অন্ধকূপে নিপতিত হয়।

বর্ণাশ্রম সমাজ-ব্যবস্থায় অনেক রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠানের নির্দেশ রয়েছে, যেগুলি পালিত হলে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হয়।

শব্দার্থ ঃ মাধব — সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পতি শ্রীকৃষ্ণ; **সংহার** — হত্যা; **কুলক্ষয়** — বংশ বা কুলের অধঃপতন ও ধ্বংস; **কুলঘাতক** — কুল ধ্বংসকারী; **পিণ্ডদান** — পিতৃপুরুষগণকে শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ ভোজন করানোর মাধ্যমে তাদের পাপমুক্তি।

কিন্তু প্রধান সদস্যদের মৃত্যু হলে, এই সব বিধি-নিয়ম পরিবারে ধরে রাখার মতো কেউ থাকে না। তরুণ বয়স্করা তখন খুশিমতো অবৈধ জীবনযাপন করতে থাকে, স্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারী হয়, সৃষ্টি হয় বর্ণসংকর সন্তান, আর সমগ্র বংশ তখন অধঃপতিত হতে শুরু করে। এদের সংখ্যাধিক্য হলে পরিবারে ঘোর পাপাচার প্রবেশ করে এবং সনাতন কুলধর্ম বিনষ্ট হয়। তাই পরিবারের প্রধান সদস্যদের সর্বদা রক্ষা করা উচিত, কখনও হত্যা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৪৪-৪৬

এইভাবে, আসন্ন স্বজনবধ - জনিত দুশ্চিন্তা ও শোকে মুহ্যমান অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন, "হায়! আমরা কেবল রাজ্যের লোভে আত্মীয়-পরিজন বধে উদ্যত হয়ে মহাপাপে লিপ্ত হতে চলেছি। এর চেয়ে বরং নিরস্ত্র অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা আমাকে হত্যা করুক; আমি বাধা দেব না। এতেই আমার বেশি মঙ্গল হবে।"

এই কথা বলে অর্জুন ধনুর্বাণ ত্যাগ করে, অত্যন্ত দুঃখিত ও বিষণ্ণ অন্তরে রথের উপর বসে পড়লেন।

শব্দার্থ ঃ চরম লক্ষ্য ভগবান বিষ্ণু ঃ শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ। সভ্যতার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণুকে জানা। যে সভ্যতার রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা বিষ্ণুকে লাভ করার পরম উদ্দেশ্য অনুসারে বিন্যস্ত, সেই সভ্যতা হচ্ছে প্রকৃত সভ্যতা। কারণ, এই রকম সভ্যতা প্রতিটি মানুষের ভগবৎ-উপলব্ধির পথ সুগম করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'বিষাদ-যোগ' নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

এই অধ্যায়ের নির্বাচিত শ্লোক ঃ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥ ১॥

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়ে আমার পুত্র ও পাণ্ডুর পুত্রেরা তারপর কি করল?

[ভগবদ্গীতার প্রথম শ্লোক]

অনুশীলনী-১

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের রথটিকে _____ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

খ) যুদ্ধারম্ভেই দুর্যোধন ও তার ভ্রাতাদের প্রবল আতঙ্কের কারণ ছিল _____ এর _____ নিনাদ।

গ) _____ হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যসেবক।

ঘ) চারটি বর্ণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ, _____, বৈশ্য ও শূদ্র।

ঙ) অর্জুনের শোকের কারণ ছিল মিথ্যা _____।

চ) সমাজের সমস্ত বিধি-বিধানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান _____ কে সন্তুষ্ট করা।

২। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

ক) অর্জুনের জন্য মহাবিজয় লাভ ছিল নিশ্চিত, কারণ—

- ☐ অর্জুন ছিলেন অত্যন্ত বলশালী।
- ☐ অর্জুন খুব ভাল যুদ্ধবিদ্যা জানতেন।
- ☐ অর্জুনের রথে তাঁর সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপবিষ্ট ছিলেন।
- ☐ অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুকটি ছিল অসাধারণ।

খ) কৌরবপক্ষের পরাজয় ও ধ্বংস ছিল অবশ্যম্ভাবী, কারণ—

- ☐ তাদের সেনাবল পাণ্ডবদের তুলনায় কম ছিল।
- ☐ তারা মহাভক্ত পাণ্ডবদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল।
- ☐ তাদের উপযুক্ত অস্ত্র সরঞ্জামের অভাব ছিল।
- ☐ যুদ্ধবিদ্যা তাদের ভাল আয়ত্ত ছিল না।

গ) অর্জুন যুদ্ধ করতে চান নি, কারণ—

- ☐ তিনি শক্তিশালী বীর হলেও তাঁর মনটি ছিল দুর্বল।
- ☐ তাঁর হৃদয় ছিল ভক্তসুলভ কোমলতায় পূর্ণ ।
- ☐ তিনি কৌরব বীরগণকে দেখে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন।
- ☐ তিনি নিজের মৃত্যুর আশঙ্কায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন।

৩। সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

ক) সঞ্জয় কিভাবে প্রাসাদে বসেই কুরুক্ষেত্রের ঘটনাবলী দেখতে পাচ্ছিলেন?

খ) কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় মহাযোদ্ধাদের নাম করুন।

গ) শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্খের নাম কি?
ঘ) কেন যুদ্ধের শুরুতেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হৃদয় প্রবলভাবে বিদীর্ণ হয়েছিল?
ঙ) অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে কাদেরকে উপস্থিত দেখে বিষণ্ণ হয়েছিলেন?
চ) 'গোবিন্দ' নামটির অর্থ কি?
ছ) 'মধুসূদন' ও 'মাধব' নাম দুটির অর্থ কি?
জ) অর্জুনের ধনুকের নাম কি?
ঝ) অর্জুনের রথশীর্ষের পতাকাটি কেমন ছিল? তা কিসের ইঙ্গিতসূচক ছিল?
ঞ) কে দৌত্যকার্য করে কুরুক্ষেত্রের ভয়াবহ যুদ্ধ বন্ধের প্রয়াস করেন?
ট) যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের শঙ্খগুলির নাম লিখুন।

৪। যথাযথ উত্তর দিন ঃ

ক) কুরুক্ষেত্রকে 'ধর্মক্ষেত্র' বলার তাৎপর্য কি?
খ) শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খধ্বনিকে 'দিব্য' আখ্যা দেওয়ার তাৎপর্য কি?
গ) শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবান। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন তিনি অর্জুনের রথের সারথি হলেন?
ঘ) অর্জুন কেন যুদ্ধ করতে চাননি? তাঁর সিদ্ধান্তের সপক্ষে অর্জুন কি কি যুক্তি দিয়েছিলেন?
ঙ) অর্জুনের যুদ্ধ করার অনিচ্ছা কি তাঁর দুর্বলতা? ব্যাখ্যা করুন।
চ) বর্ণাশ্রম প্রথা কাকে বলে? তার উদ্দেশ্য কি?
ছ) 'কুলক্ষয়' কাকে বলে? কিভাবে সনাতন কুলধর্ম বিনষ্ট হয়?
জ) অর্জুনের যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত কি যুক্তিযুক্ত? ব্যাখ্যা করুন।
ঝ) এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি মুখস্থ বলুন।